যুগান্তর

DEC. 06 2001

তারিখ ……

পৃষ্ঠা …… কলাম ……

পরীক্ষার অতিরিক্ত ফিস

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফিসে
অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করিবার জন্য দেওয়া সরকারি নির্দেশকে আম
স্বাগত জানাই। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যাল
কোচিং এবং অন্যান্য ফিসের নামে এই অর্থ আদায় করা হয়। ঝালকাঠি জেলা
কটি বিদ্যালয়ই বোর্ড নির্ধারিত ৭০০ টাকার পরিবর্তে ২৫ শত টাকা আদায়ে
ভিযোগে ছাত্রদের হাতে প্রধান শিক্ষকের কয়েক ঘণ্টা অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবা
ঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে। দেশের প্রায় ১৩ সহস্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র
য়তো এইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে নাই, কিন্তু খোদ রাজধানীতেই গড়পড়
৩-১৪ শত টাকা আদায়ের ঘটনায় স্পষ্ট যে, এসএসসি পরীক্ষাকে অতিরি
র্থ আদায়ের মোক্ষম সুযোগ হিসাবে অনেক প্রতিষ্ঠানেই গণ্য করা হয়
াত্রছাত্রীদের নিকট বিদ্যালয়ের পাওনা থাকিলে তাহা আদায়ে আপত্তি থাকিবা
থা নয়। কিন্তু এইভাবে অর্থ আদায়ে অভিভাবকদের উপর বাড়তি চাপ পড়ে
িক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই বক্তব্য যথার্থ। গত বৎসর ৯টি শিক্ষা বোর্ডে প্রায় ৯ ল
াত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দেয়। এইবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়ি
ারে। বলা যায়, শহর ও গ্রামে ঘরে ঘরেই এখন পরীক্ষার্থী থাকে। কোচিং ফি
বং অন্যান্য নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ফলে অসহায় দরিদ্র পরিবারগু
তটা ভোগান্তি ও সমস্যায় পড়ে উহা সহজেই অনুমেয়। সমস্যার অপর দিক
হিয়াছে। অনেক বিদ্যালয় টেস্ট পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে ফেল ক
াত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিনিময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সুযো
রিয়া দেয়। বিষয়টি সম্পূর্ণ অনৈতিক। পরীক্ষায় ব্যাপক হারে ফেলের পিছনে
ই অসৎ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার্থী নির্বাচনের ভূমিকা রহিয়াছে। গত জুলাই মা
কাশিত এসএসসি পরীক্ষায় দুই-তৃতীয়াংশ পরীক্ষার্থী ফেল করিবার বিষয়টি
পর্যয় হিসাবে অভিহিত করা হয়। পূর্ববর্তী বৎসর ফেলের হার ছিল প্রায় ৬
তাংশ। অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিয়া বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লাভবান হইতে পা
ন্তু উহা কোনভাবেই পাসের নিশ্চয়তা দেয় না। যথাযথ মানসম্পন্ন নয়, এম
াত্রছাত্রীর সংখ্যা ব্যাপক হওয়াকে অনেকে পরীক্ষায় নকল প্রবণতার জন্য দা
রিয়া থাকেন। খারাপ ছাত্ররা অর্থের জোরে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যেন সুযো
া পায়, দেশের সকল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উহা নিশ্চিত করা চাই। একই স
রীক্ষার্থী হিসাবে বাছাই করা ছাত্রছাত্রীদের কোচিংয়ের প্রতিও মনোযোগ দি
ইবে। প্রশ্নপত্রের ধরনে যেই সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে, ছাত্রছাত্রীদের উ
ালভাবে অবহিত করা দরকার।

গ্রেডিং পদ্ধতি বিষয়েও যেন কোন বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা না থাকে। শি
ন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পর পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় ব
রা হইবে, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা। ইতিমধ্যে এইভাবে আদায় করা অ
ফেরত দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তাহার নির্দেশ কতটা বাস্তবায়